তারিখ 07 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 4 ...

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

024

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

মাধ্যমিক অর্থনীতিঃ উদ্ভট তথ্য

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতা না থাকলে বোধ হয় বোর্ডের বই লেখা যায় না। 'মাধ্যমিক অর্থনীতি' নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। বোর্ডের এই বইটি নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য।

শক্তি সম্পদ শেখাতে গিয়ে বইটিতে বলা হয়েছে :

(১) কয়লার অভাব ও রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি বলে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ।

(২) পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ বলে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশে কয়লা ও গ্যাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

(৩) বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কর্ণফুলি প্রকল্প, গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প, ব্রহ্মপুত্র প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকল্প, ঢাকা-ডেমরা প্রকল্প, মনু

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ 07 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 4 ...

দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বোর্ডের বই

(১-এর পৃঃ পর)

নদী প্রকল্প, মেঘনা উপত্যকা প্রকল্প, গঙ্গা বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি।

(৪) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো হচ্ছে (ক) শাহজিবাজার, (খ) আশুগঞ্জ, (গ) সিদ্ধিরগঞ্জ, (ঘ) ঘোড়াশাল, (ঙ) গোয়ালপাড়া ও (চ) চট্টগ্রাম।

(৫) সিলেট ও কুমিল্লায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

(৬) কর্ণফুলি বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এটি বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস।

বলা বাহুল্য, সবগুলো তথ্যই ভুল। বই থেকে শিক্ষার্থীরা এসব ভুলই শিখছে। দেশের বিদ্যুৎব্যবস্থা সম্পর্কে যার প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে অথবা যারা পত্রপত্রিকা পড়েন তারাও এসব কথা শিখতে পারেন না।

এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য হচ্ছে :

(১) বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় পানি বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং তাপ বিদ্যুৎ (গ্যাস ও স্টীম টারবাইন) উৎপাদন ব্যবস্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(২) বাংলাদেশে কয়লার সাহায্যে কোথাও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় না। কেন্দ্রগুলো চলে গ্যাস অথবা জ্বালানী তেল দিয়ে। এছাড়া পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বলে নয়, এর বাস্তব পরিস্থিতি নেই বলেই তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো সাময়িক ব্যবস্থা নয়, এগুলো স্থায়ী ব্যবস্থা।

(৩) কর্ণফুলি প্রকল্প বা গঙ্গা কপোতাক্ষ জাতীয় প্রকল্পগুলো মোটেই বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থার জন্যে গৃহীত হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে এসব প্রকল্পের কোন সম্পর্কই নেই।

(৪) তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৬টি নয়। প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ১০টি এবং এতে ২২টি প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। প্রধান কেন্দ্রগুলো হচ্ছে খুলনা, সিদ্ধিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, শাহজীবাজার, সিলেট, চট্টগ্রাম, শিকলবাহা, ভেড়ামারা, বরিশাল।

(৫) কুমিল্লায় কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নেই। তবে আশুগঞ্জে উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া সিলেটে ২০ মেগাওয়াটের একটি সম্পূর্ণ নতুন উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

(৬) কর্ণফুলি কেন্দ্রে ৮০ মেগাওয়াট নয়, ১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ৩টি ইউনিট রয়েছে। এটি বিদ্যুৎ শক্তির প্রধান উৎস নয়। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

অর্থনীতির এই বইটিতে এ-

ভাগ (পৃষ্ঠা ৩২) এবং আরেকবার বলা হয়েছে শতকরা ২৪ ভাগ (পৃষ্ঠা ২২৭)। শিক্ষার্থীরা কোনটাকে সঠিক মনে করবে?

বইটি থেকে আরো কিছু তথ্যগত ত্রুটির উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বইটিতে ৩ হাজার ৫ শ' টাকা মাত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ৮৫-৮৬-এর অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩ শ' ৯১ টাকা।

জাতীয় আয়ের যে তুলনামূলক সারণী (পৃষ্ঠা ৭৯) বইটিতে দেয়া হয়েছে তাও ভুল।

সংশোধিত আকারে ৮৭ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে বলা হচ্ছে যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা মোতাবেক ৮৫ সালে বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৯০ ভাগকে স্কুলের আওতায় আনা হবে। তথ্য পরিবেশনের এই অদ্ভুত পদ্ধতি সত্যিই অভূতপূর্ব!

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে লেখকদের ভাষ্য : 'আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষিত জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হলে অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।' অথচ এরই পাশাপাশি বইটিতে অন্তত ৪ থেকে ৫ বার লেখা হয়েছে যে বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

বইটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ও তার সমাধান একসঙ্গে লেখা যেত। এতে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হতো। কিন্তু তা হয়নি। তথ্য পরিবেশনের সময় বইটিতে কোথাও ৮৫-৮৬ পর্যন্ত অবার কোথাও ৮২-৮৩ পর্যন্ত সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ লেখকগণ এজন্যে শ্রমস্বীকার করতে চাননি।

এমন অবত্নলিখিত বইটি সম্পর্কে বোর্ডের দাবী, তারা উন্নত দেশগুলোর পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পুস্তক তৈরির প্রয়াস পেয়েছেন।

মাধ্যমিক অর্থনীতি বইটির রচয়িতা মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল আজিজ মিয়া ও মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ভূঞা। সম্পাদনা করেছেন ডঃ কে টি হোসাইন ও জাহানারা হক।